দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

মাহবুব মিলন : অরক্ষিত হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ভেঙে পড়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা। সর্বশেষ গত শনিবার রাতে ক্যাম্পাসে খুন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। এক কথায় পাহাড় ঘেরা নির্জন ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ১৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থী। চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ী ভূমির উপর অবস্থিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। চারদিকে পাহাড় আর মধ্যখানে অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীসহ প্রায় ১২ হাজার মানুষের বসবাস। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে ২৮০ জন নিরাপত্তা প্রহরী। এসব নিরাপত্তা প্রহরীরা বিভিন্ন শিফটে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। অভিযোগ রয়েছে নিরাপত্তা কর্মীদের কাজে গাফিলতি ও উদাসীনতাই এজন্য দায়ী। নিরাপত্তা দফতরের প্রধান (ভারপ্রাপ্ত) বজলুল হক তার নিজ দায়িত্ব রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাণিজ্যের সাথে জড়িত হয়েছে। যার ফলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ছিনতাই, চুরি ও হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটলেও এর কোন সুরাহা করতে পারছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ পাহাড় ঘেরা নির্জন ক্যাম্পাসে বেশীরভাগ সময়ই বিশেষ করে স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে নিরাপত্তা কর্মীদের পাওয়া যায় না। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর ছাত্রদের হলের সামনের সড়ক ছাড়া সবগুলো সড়ক হয়ে যায় জনশূন্য। এসময়ই ক্যাম্পাসে ঘটে সন্ত্রাসী, চুরি ও ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা। স্যার এ এফ রহমান হলের ছাত্র আবদুর রহিম জানান, সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় দুই নম্বর গেইট থেকে পরিবহন দফতর, তিন নম্বর গোডাউন থেকে শহীদ মিনার, কাটা পাহাড় থেকে চাকসু, বিজ্ঞান অনুষদ ও কলাভবন, শহীদ মিনার থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত এবং হতাশার মোড় থেকে সোনা সরণি পর্যন্ত এই বিশাল এলাকায় কোন নিরাপত্তা কর্মীদের দেখা যায় না। যে সকল নিরাপত্তা কর্মী এ সময় দায়িত্বে থাকে তাদের বেশীর ভাগই কাজে ফাঁকি দেয়। ঠিকমত নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে না। বেশ কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় ২ নং গেইট থেকে কয়েকজন ছাত্রীর ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। এছাড়া মাসখানেক আগে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১ম বর্ষের এক ছাত্রীর মোবাইল ফোন ও টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী এলাকা থেকে ছিনতাই হয়। নিরাপত্তার অভাবে বর্তমানে সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসে চলাফেরা করতে ভয় পাচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই। সর্বশেষ গত শনিবার কলা অনুষদের ঝুপড়ির পেছনে, রাতের আঁধারে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পিয়ন আরিফুল ইসলামকে। তাকে প্রথমে চাকসু ভবনের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় কয়েকজন সন্ত্রাসী। অথচ সেখানে সে সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিল তাদের লক্ষ্য করা যায়নি। ছাত্র-কর্মী ও শিক্ষকদের অভিযোগ নিরাপত্তা দফতরের লোকজনের কাজে গাফিলতির কারণেই ক্যাম্পাসে এসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।